গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ-৩ শাখা
www.moef.gov.bd

নম্বর: ২২.০০.০০০০.০৭৪.১৮.০০১.১৭.১৮

তারিখ: ২২ পৌষ ১৪৩১ / ০৬ জানুয়ারি ২০২৫

পরিপত্র

বিষয়: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রদানের সময়াবদ্ধ সাধারণ কার্যপ্রণালি।

১। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুসারে প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এই আইনের ধারা ১২ অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো এলাকায় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যাবে না।

২। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রণীত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিধিমালা অনুসারে অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে শিল্প বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রসহ নির্ধারিত ফর্মে পরিবেশ অধিদপ্তরে আবেদন দাখিল করতে হয়।

৩। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৫ অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও এগুলো হতে সৃষ্ট দূষণের পরিধি, মাত্রা এবং পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা: -

১. সবুজ
২. হলুদ
৩. কমলা এবং
৪. লাল

উল্লিখিত চারটি শ্রেণির শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩-এর তফসিল-১ এ বর্ণিত রয়েছে।

৪। সবুজ ব্যতিত সকল শ্রেণির প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রথমে অবস্থানগত ও পরবর্তীতে পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিধান রয়েছে।

৫। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৬ এ সরকারি বা বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল বা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের শিল্প নগরীতে স্থাপিতব্য সকল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না, অধিদপ্তরের নিকট হতে কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

এক্ষেত্রে, সরকারি বা বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল বা বাংলাদেশ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের শিল্প নগরীতে স্থাপিতব্য সকল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু করার পূর্বে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ শেষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হবে। ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে।

৬। মহাপরিচালক কর্তৃক সকল জেলা কার্যালয়-কে সবুজ ও হলুদ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্রমিক নম্বর ১(এক) হতে ৬২ (বাষট্টি)'র ক্ষেত্রে সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর কার্যালয়-কে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্রমিক নম্বর ৬৩ (তেষট্টি) হতে ১১৩ (একশত তেরো) এবং লাল শ্রেণির ক্ষেত্রে সদর দপ্তর-কে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

৭। কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর তফসিল-১ এর কমলা শ্রেণির ক্রমিক নম্বর ১(এক) হতে ৬২ (বাষট্টি)) ছাড়পত্র অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর কার্যালয়ে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধন ২০১০) এর ১২(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। লাল ও কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর তফসিল-১ এর কমলা শ্রেণির ক্রমিক নম্বর ৬৩ (তেষট্টি) হতে ১১৩ (একশত তেরো) ছাড়পত্র অনুমোদনের ক্ষেত্রে সদর দপ্তরে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কার্যপরিধি অনুযায়ী কমলা শ্রেণির জন্য গঠিত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির প্রতিটি সভায় ক্ষেত্র বিশেষে জেলা কার্যালয়সমূহ থেকে মতামতসহ প্রাপ্ত কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদন অথবা কোন তথ্য ঘাটতি থাকলে তা কার্যবিবরণীতে তুলে ধরা হয়। অনুমোদিত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর কার্যালয় কর্তৃক কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে অথবা কোন তথ্য চাহিত থাকলে তা সংশ্লিষ্টদের পত্র দ্বারা জানিয়ে দেয়া হয়।

৮। **লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প:**

৮.১ লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস বরাবর আবেদন করতে হবে। উক্ত আবেদন মতামতসহ জেলা অফিস থেকে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সভায় দাখিলকৃত ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয় এবং কার্যবিবরণীতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য সুপারিশ করে অথবা কোন তথ্য ঘাটতি থাকলে তা তুলে ধরা হয়। অনুমোদিত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর কার্যালয় কর্তৃক লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে অথবা কোন তথ্য চাহিত থাকলে তা সংশ্লিষ্টদের পত্র দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হয়। তবে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের যেমন-গ্যাস উত্তোলন, গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি) ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের অনুমোদনের পর সদর দপ্তর থেকে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

৮.২ উল্লেখ্য, পরিবেশগত ছাড়পত্রপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে (EZ-Economic Zone) স্থাপনের জন্য Individual Investor-গণ তাদের লাল তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ইএমপি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্রপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (EZ-Economic Zone) এর Primary Data ব্যবহার করতে পারবেন। এক্ষেত্রে, Validity Period for the use of Primary Data generation and used for the preparation of the EMP of EZs, for the use in the preparation of EMP of the Individual Projects/Industries এর বিষয়ে সময়সীমা ০৫ (পাঁচ) বছর নির্ধারণ করা যেতে পারে। উল্লিখিত সময়সীমার পরে তাদের প্রস্তাবিত লাল তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পসমূহের ইএমপি প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় হালনাগাদ Primary Data ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া, Validity Period শেষ হওয়ার পরে কোন নতুন প্রকল্পের জন্য ইএমপি প্রতিবেদন প্রনয়নের সময় অর্থনৈতিক অঞ্চলে চালু কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার মনিটরিং ডাটাসমূহ প্রাইমারী ডাটা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

৮.৩ আরও উল্লেখ্য যে, লাল তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পসমূহের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারির পূর্বে উদ্যোক্তাগণ অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন কাজ যেমন: temporary office, labour shed, preliminary costruction material storage depot, temporary roads ইত্যাদি স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন। তবে, পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের পূর্বে কারখানা/প্রকল্পের কোন ধরনের স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

৮.৪ (ক) অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ (EZs); (খ) কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (CETP); (গ) পানি পরিশোধনাগার (WTP); ও (ঘ) সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (STP) ইত্যাদি স্থাপনাসমূহ লাল তালিকাভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য লাল শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৯। পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য সময়সীমা:

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুসারে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা আবেদন নামঞ্জুরের সময়সীমা নিম্নরূপ:

শিল্প বা প্রকল্পের শ্রেণি	ছাড়পত্রের ধরন	সময়সীমা (কার্যদিবস)	
		প্রদান	নামঞ্জুর
সবুজ	পরিবেশগত ছাড়পত্র	৭	৭
হলুদ	ঐ	৭	৭
কমলা	ঐ	২০	৫ (সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর)
লাল	ঐ	৩০	৭ (সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর)

১০। ছাড়পত্রের আবেদন দাখিলের কার্যালয়:

যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিতে হইবে উহার অবস্থান যদি-

(১) পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় আছে এমন কোন জেলায় হয় সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র উক্ত জেলা কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(২) পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় নাই এমন কোন জেলায় হয় সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রাধীন জেলা/বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(৩) কোন মহানগরে হয় সেই ক্ষেত্রে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে। মহানগরের জন্য আলাদা কার্যালয় না থাকলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(৪) একই বিভাগের আওতাভুক্ত একাধিক জেলায় হয় সেইক্ষেত্রে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক/বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(৫) একাধিক বিভাগে বিস্তৃত হয় সেই ক্ষেত্রে আবেদনপত্র প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

১১। সবুজ শ্রেণির পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি:

(১) সবুজ শ্রেণিভুক্ত প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে সবুজ শ্রেণিভুক্ত প্রত্যেক শিল্প বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফরম (ফরম ৩) পূরণ করে পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ও বিবরণাদি সংযোজনপূর্বক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

(২) উদ্যোক্তার পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হবে। কোন কারণে আবেদনপত্র নামঞ্জুর হইলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে।

১২। **হলুদ শ্রেণির পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি:**

(১) হলুদ শ্রেণিভুক্ত প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফরম (ফরম ৩) পূরণ করে পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ও বিবরণাদি সংযোজনপূর্বক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

(২) উদ্যোক্তার আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করা হবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশগত কার্যক্রম ও দাখিলকৃত কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে আবেদনকারীকে ছাড়পত্র ফি ও ভ্যাট প্রদানের জন্য অবহিত করবে। প্রযোজ্য ফি দাখিলের পর ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হবে। কোন কারণে আবেদনপত্র নামঞ্জুর হইলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে।

১৩। **কমলা শ্রেণির পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি:**

(১) কমলা শ্রেণিভুক্ত প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফরম (ফরম ৩) পূরণ করে পরিশিষ্ট-৩ এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ও বিবরণাদি সংযোজনপূর্বক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

(২) উদ্যোক্তার আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর তফসিল-১ এর কমলা শ্রেণির ক্রমিক নম্বর ১(এক) হতে ৬২ (বাষট্টি) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিবেদন আবেদনসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আঞ্চলিক, বিভাগীয় বা মহানগর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করবে এবং উক্ত তফসিলের ক্রমিক নম্বর ৬৩ (তেষট্টি) হতে ১১৩ (একশত তেরো) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিবেদন আবেদনসহ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার অনুলিপি আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশগত কার্যক্রম ও দাখিলকৃত কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত হলে ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে। কোন কারণে আবেদনপত্র নামঞ্জুর হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৪। **লাল শ্রেণির পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি:**

(১) লাল শ্রেণিভুক্ত প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফরম (ফরম ৩) পূরণ করে পরিশিষ্ট-৪ এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ও বিবরণাদি সংযোজনপূর্বক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে।

(২) আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশগত কার্যক্রম ও দাখিলকৃত কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদন করা হবে এবং অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ছাড়পত্র ফি প্রদানের জন্য উদ্যোক্তাতে অবহিত করতে হবে। প্রযোজ্য ফি প্রাপ্তির পর ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় অথবা প্রধান কার্যালয় হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হবে। কোন কারণে আবেদনপত্র নামঞ্জুর কিংবা কোন আপত্তি থাকলে কারণ উল্লেখপূর্বক নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৫। পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদঃ

(১) সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ ৫ বছর, হলুদ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ ২ (দুই) বছর এবং কমলা ও লাল শেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ ০১ (এক) বছর।

(২) প্রত্যেকটি ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

১৬। পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নঃ

(১) ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম (ফরম ৫) পূরণ করে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কার্যালয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের সাইট সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সন্তুষ্ট হলে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রদত্ত শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করিবে।

১৭। এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ২২.০০.০০০০.০৭৪.১৮.০০১.১৭.৪৪ নম্বর স্মারকে জারিকৃত পরিপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

ড. ফারহিনা আহেমদ
সচিব

পরিশিষ্ট-১

সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি

১) সঠিকভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে আবেদন (ফরম-৩);
২) দূষণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা (পিসিএম);
৩) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র (নির্ধারিত ছক অনুযায়ী, ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলর/মেয়র/উপজেলা চেয়ারম্যান);
৪) লোকেশন ম্যাপ ও লে-আউট প্লান;
৫) কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ এবং প্রসেস-ফ্লো ডায়াগ্রাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৬) ট্রেড লাইসেন্স;
৭) প্রকল্প এলাকার জমির দাগ, খতিয়ান চিহ্নিতকরণসহ মৌজা ম্যাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৮) জায়গার মালিকানা দলিল/লীজ/ভাড়ার চুক্তিপত্র।
৯) সরকারি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স/মতামত/অনাপত্তি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
১০) প্রকল্পের মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত ছাড়পত্র ফি (ট্রেজারী চালানের কপি) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট (ট্রেজারী চালানের কপি)।

হলুদ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি

১) সঠিকভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে আবেদন (ফরম-৩);
২) দূষণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা (পিসিএম);
৩) প্রজেক্ট প্রোফাইল/ডিপিপি/ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৪) বেপজা/বেজা/বিসিক/বিডা-র লাইসেন্স/নিবন্ধন পত্র;
৫) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র (নির্ধারিত ছক অনুযায়ী, ইউপি চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর/পৌরসভার মেয়র/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার)। সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প এলাকা/ইপিজেড/অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়;
৬) লোকেশন ম্যাপ ও লে-আউট প্লান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শোধনাগার ও ড্রেনেজ-এর অবস্থান নির্দেশিত);
৭) কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ এবং প্রসেস-ফ্লো ডায়াগ্রাম;
৮) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ট্রেড লাইসেন্স;
৯) প্রকল্প এলাকার জমির দাগ, খতিয়ান চিহ্নিতকরণসহ মৌজা ম্যাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
১০) জায়গার মালিকানা দলিল/লীজ/ভাড়ার চুক্তিপত্র।
১১) সরকারি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স/মতামত/অনাপত্তি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
১২) প্রকল্পের মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি (ট্রেজারী চালানের কপি) এবং ছাড়পত্র ফি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট (ট্রেজারী চালানের কপি)।

কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি

১) সঠিকভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে আবেদন (ফরম-৩);
২) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদন;
৩) প্রজেক্ট প্রোফাইল/ডিপিপি/ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট/সাধারণ তথ্যাবলি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৪) বেপজা/বেজা/বিসিক/বিডা-র লাইসেন্স/নিবন্ধন পত্র;
৫) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র (নির্ধারিত ছক অনুযায়ী, ইউপি চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর/পৌরসভার মেয়র/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার)। সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প এলাকা/অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়;
৬) লোকেশন ম্যাপ ও লে-আউট প্লান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিল্প ও পয়ঃ বর্জ্য শোধনাগার ও ড্রেনেজ-এর অবস্থান নির্দেশিত);
কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ এবং প্রসেস-ফ্লো ডায়াগ্রাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৭) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
৮) পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৯) ট্রেড লাইসেন্স;
১০) প্রকল্প এলাকার জমির দাগ, খতিয়ান এবং মৌজা ম্যাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
১১) জায়গার মালিকানা দলিল/লীজ/ভাড়ার চুক্তিপত্র।
১২) সরকারি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স/মতামত/অনাপত্তি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
১৩) প্রকল্পের মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি (ট্রেজারী চালানের কপি) এবং ছাড়পত্র ফি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট (ট্রেজারী চালানের কপি)।

পরিশিষ্ট-৪

লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি

১) সঠিকভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে আবেদন (ফরম-৩);
২) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদন;
৩) বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি/এসটিপি/ডব্লিউটিপি/অন্যান্য) বা বায়বীয় বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (এটিপি) এর নকশাসহ সময়সূচি (প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে) অথবা বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি/এসটিপি/ডব্লিউটিপি/অন্যান্য) বা বায়বীয় বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (এটিপি) এর নকশাসহ উহার কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাদি;
৪) প্রজেক্ট প্রোফাইল/ডিপিপি/ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট/সাধারণ তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৫) বেপজা/বেজা/বিসিক/বিডা-র লাইসেন্স/নিবন্ধন পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৬) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র (নির্ধারিত ছক অনুযায়ী, ইউপি চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর/পৌরসভার মেয়র/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার)। সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প এলাকা/অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়;
৭) লোকেশন ম্যাপ ও লে-আউট প্লান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্জ্য শোধনাগার ও ড্রেনেজ-এর অবস্থান নির্দেশিত);
৮) কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ এবং প্রসেস-ফ্লো ডায়াগ্রাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৯) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
১০) পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
১১) ট্রেড লাইসেন্স;
১২) প্রকল্প এলাকার জমির দাগ, খতিয়ান চিহ্নিতকরণসহ মৌজা ম্যাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
১৩) জায়গার মালিকানা দলিল/ভাড়ার চুক্তিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১৪) সরকারি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স/মতামত/অনাপত্তি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
১৫) প্রকল্পের মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি (ট্রেজারী চালানের কপি) এবং ছাড়পত্র ফি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট (ট্রেজারী চালানের কপি)।